## জম্মু-কাশ্মীরে স্থানীয় প্রশাসনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এক বড় চ্যালেঞ্জ

দেশে পাঁচ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন, ফলে নবরাত্রির আনন্দ উৎসবের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ভোট-যুদ্ধ। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উপত্যকায় স্থানীয় পুর সংস্থার নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে করা। বিশেষ করে, জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখাই বড় কাজ প্রশাসনের। এই নির্বাচন বানচালে তৎপর পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। তাই এই অশুভশক্তি যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য সবরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরি। অবশ্য উপত্যকার নিরাপত্তা আধিকারিক জানিয়েছেন, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে সবচেয়ে বেশি পুলিশি নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলি। রাজ্যের আইজি জানিয়েছেন, উপত্যকার শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ বজায় রাখার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে রাজ্যের ভোটাররা আজ স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে নির্ভয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এটাই প্রয়োজন জম্মু-কাশ্মীরে।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

**তৃতীয় অধ্যায়**

**জন্মকথা**

নিদ্রাভঙ্গে খুদিরাম অনেকক্ষণ অবধি বুঝিতেই পারিলেন না কোথায় তিনি আছেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় করিলেন, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না, কোন মহাপুরুষ শীঘ্রই তাঁহার গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিবেন।

১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কামারপুকুরে। খুদিরামের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহারাই উত্তর পাশে, বাড়ীর সন্নিকটে, যুগীদের শিবমন্দির। মন্দিরস্থ শিবের নাম শান্তিনাথ। মন্দিরের উত্তরে একটা মাঠের মত ফাঁকা জায়গা ও তাহার শান্তিনাথ। মন্দিরের উত্তরে একটা মাঠের মত ফাঁকা জায়গা ও তাহার উত্তরে হালদারপুকুর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী। অভ্যন্তর ভাগের কিয়দংশ ভরাট করিয়া সংস্কার করার ফলে ইদানীং ঐ পুকুরের আয়তন হ্রাস পাইয়াছে।

কামাপুকুরে চন্দ্রাদেবীর সখীস্থানীয় দুইজন স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন ধর্মদাস লোহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী, আরেক জন মধুসূদন কর্মকারের বিধবা মেয়ে ধনী। চন্দ্রা ইঁহাদের কাছে নিজের সকল কথাই বলিতেন। খুদিরাম যখন গয়া যান সেই সময় হইতে থাকে। একদিন তিনি যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন শিবের অঙ্গ হইতে দিব্য জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে ও বায়ুতরঙ্গের আকারে তাঁহারই অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ধনীকে তিনি সে কথা বলিতে যাইতেছেন এমন সময় উহা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যেন ছাইয়া ফেলিল ও প্রবলবেগে তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে চন্দ্রা তাঁহাকে সকল কথা কহিলেন। ধনী প্রথমে অবাক হইলেন ও পরে বলিলেন, তোমার বায়ুরোগ হয়েছে। সকল কথা শুনিয়া প্রসন্নও ধনীর অভিমতে সায় দিলেন। চন্দ্রার কিন্তু কেবলই মনে হতি, অন্তঃপ্রবিষ্ট ঐ জ্যোতি তাঁহার উদরে থাকিয়া গিয়াছে --- তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।

গয়া হইতে ফিরিয়া খুদিরাম একমনে—নিজের দেবস্বপ্নের কথা স্মরই করিতে করিতে— পত্নীমুখে তাঁহার দর্শন ও অনুভবের কথা শুনিলেন।

## দিনপঞ্জিকা

**২২ আশ্বিন**, ভাং ১৭ আশ্বিন, **৯ অক্টোবর**, ২২ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন বদি, ২৮ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫। **মঙ্গলবার, অমাবস্যা** দিবা ঘ ৯।১১ মিঃ। হস্তানক্ষত্র দিবা ঘ ১।৬ মিঃ। ইন্দ্রযোগ অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৮ মিঃ নাগকরণ ৯।১১ গতে কিম্ভুরকরণ রাত্রি ঘ ৮।৩৪ গতে ববকরণ। **জন্মে**— কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মাতাস্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ১।৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ১২।৫১ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। **মৃতে**—এক পাদদোষ। **যোগিনী**—ঈশানে, দিবা ঘ ৯।১১ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি**— ঘ ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।২০ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ৬।৪৮ গতে ৮।২০ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, দিবা ঘ ২।২০ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪।২১ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— দিবা ঘ ১২।৫৩ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। **বিবিধ**—প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। **অমাবস্যার ব্রতপোবাস।** পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।১১ মধ্যে (কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে) পুনঃ দিবা ঘ ৮।৩০ গতে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে) **শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর অমাবস্যাবিহিত পূজা প্রশস্তা,** (অঙ্কৃতা বারবেলানুরোধে নিরবকাশে ন ন বহু সম্মতঃ)। দিবা ঘ ৯।১১ মধ্যে **গোসহস্রীযোগ। গঙ্গাস্নানে সহস্রগোদান তুল্য ফল সমফল। দিবা ঘ ৯।১১ গতে মুখ্যচান্দ্র আশ্বিন শুক্লপক্ষ হিন্দি আশ্বিন সুদি আরাম্ভ। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২৭ মধ্যে ও ৭।২ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩২ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৯ মধ্যে ও ৪।৫১ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ৭।৩২ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

২২ আশ্বিন, ভাং ১৭ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর, ২৮ মহরম, ২২ আহিন, উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৪, মঙ্গলবার, অমাবস্যা দি ঘ ৯/১০, সেহরী শেষ ৪।১০, ইফতার ৫।২৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

**দুই**

**আধুনিক পৌরব্যবস্থার প্রবর্তন**

বঙ্গের ব্রিটিশ আমলে বহুজন অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পৌরব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। গ্রাম প্রধান এই দেশে পুর বা নগরের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগন্য। মুঘল আমলে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা নগরের পত্তন হয়। প্রতিটি নগরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব কোতয়াল নামে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীকে দেওয়া হয়। জাতি, ধর্ম ও পেশা অনুযায়ী প্রতি নগরে ছিল বিভিন্ন মহল্লা। কোতোয়াল প্রতি মহল্লার জন্য মীর নামে একজন প্রধান নিয়োগ করতেন। নগরের রাস্তাঘাট, বাজার-হাট, কসাইখানা, মৃতদেহ সৎকারের স্থান, ওজন ও পরিমাণ সবকিছুরই তত্ত্বাবধান করতেন এই মীর। বাড়ির কর, বাজারের তোলা, পথ ও পণ্যের মাশুল আদায়ের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। নগরে বণিকেরা বেশি কর দিতেন বলে বেশি সুবিধা পেতেন। তবে অন্যান্যরাও চাহিদা মত নাগরিক সুবিধা আদায় করে নিতেন। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হয়েও নগর শাসনের এই ব্যবস্থা জনচাহিদা পূরণ করত বলা হয়।[১]

১৮১৩ তে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এই নগরের মহম্মদাবাসীদের নিকট টাউন চৌকিদার নিয়োগের জন্য কর আদায় শুরু করেন। ১৮১৪ ত্রয়োদশ বিধি বা Regulation 13 of 1814 মোতাবেক কোতয়াল পদটির লোপ করা হয়। পরিবর্তে তৃতীয় বিধি বা Regulation XIII of 1814 অনুসারে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা এবং কলকাতার নিকটবর্তী পাঁচটি শহরে চৌকিদারী ট্যাক্স নিরুপন ও আদায়ের জন্য একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন চৌকিদার বক্সী নিয়োগ করা হয়।।[২] ১৮৩৭-এ এই ব্যবস্থা সংশোধনের পর এভাবে আদায় করা করের সামান্য একটা অংশ নগরের সফাই ও সড়ক মেরামতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।[৩]

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলরের উপর সরাসরি ন্যস্ত ছিল। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৬৮৭ তারিখে কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ লন্ডনে অবস্থিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্, মাদ্রাজ কাউন্সিলকে সেই শহরের জন্য পৌরনিগম গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যুক্তি ছিল, এই যে জনহিতকর কাজের জন্য কর আদায়ের দায়িত্ব নগরবাসীর হাতে তুলে দিয়ে তারা বেশি আনন্দের সঙ্গে উদার হস্তে পাঁচ শিলিং পর্যন্ত কর দিতে রাজি হবেন; এই দায়িত্ব স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃপক্ষের হাতে থাকলে তাদের নিকট ছ পেনি কর আদায় করাও সম্ভব হয় না।[৪] অর্থাৎ প্রথমার্ধে কোম্পানীর লক্ষ ছিল পৌর পরিষেবার জন্য সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে, পৌরনিগম গঠন করে, তাকে পৃথক পরিষেবা কর আদায়ের অধিকার দেওয়া। এই পরামর্শ অনুসারে মাদ্রাজ শহরে প্রথম পৌরনিগম গঠন করা হয়।

১৭২৬-এর ইংল্যান্ড রাজার দেওয়া সনদ বলে, কলকাতা ও বোম্বাই শহরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পৌরনিগম গঠন করা হল এবং মাদ্রাজ পৌরনিগমও পুনর্গঠন করা হল। বলা হল, সেখানে একজন মেয়র আসবেন আর থাকবেন, নজন আল্ডারম্যান যাদের সাতজনই হবেন ইংরেজ। এই সংস্থার উপর বিচারের দায়িত্ব থাকার ফলে নাগরিক পরিষেবা নজর দেওয়া সম্ভব হত না। ফলে পৌরনিগম থাকা সত্ত্বেও তখনকার কলকাতাকে বলা হত 'আনড্রেইনড্ সোয়াম্প' (Undrained swamp) বা নর্দমাহীন জলাভূমি। একজন বিদেশি মহিলা পর্যটক ফ্যানী পার্কস্ লিখলেন "The greatest annoyance are the mosquito bites; it is impossible not to scratch them" বা সবথেকে বেশি বিরক্তি হল মশার কামড়, গা না চুলকে থাকা অসম্ভব।[৫] পর ১৭৯৩-এর চার্টার আইনের ১৫৮ নম্বর ধারা অনুসারে প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে জাস্টিসেস অব দ্য পীস (Justices of the peace) নামে কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হল। ইতিপূর্বে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৭৬৫-তে সুবে বাংলার দেওয়ানি কর্তৃত্ব গ্রহণের পর অপরাপর শহরগুলি থেকে পথ ও পণ্য কর আদায় বন্ধ করেছিল। ১৮০১ ও ১৮১০-এর দশম বিধি বা Regulation X of 1801 and Regulation X of 1810 মোতাবেক সেগুলি পুনরায় চালু কার হল। ১৮১০-এর বিধি অনুসারে শহরগুলিতে বাড়ির উপর কর আদায়ের ব্যবস্থা হল। এই কর নিরূপন ও আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল জেলা ও মহকুমা শাসকদের। এই কর সংক্রান্ত বিধি বিদান নানা সংশোধনের ফলে বিভিন্ন শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হল। ১৮৩৩-এ "রিপোর্ট অন টাউন ডিউটিস্-এ শহরগুলিতে একটা উপযুক্ত পৌর সংগঠন তৈরির কথা বললেন চার্লস্ টেভিলিয়ান। তিনি শহরের বাণিজ্যের উপর সমস্ত পর প্রত্যাহারের সুপারিশ করলেন; বললেন শহরবাসী নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেলে তাঁরা স্বেচ্ছায় পৌরকর দিতে সম্মত হবেন এবং পৌর ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবেন। তখন অবশ্য এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

১৮৩৫-এ ইংল্যান্ডের জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট কার্যকর হওয়ায় সেদেশের শহরগুলির সুনির্দিষ্ট পৌর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এরই অনুকরণে ১৮৪২-এর দশম আইন বা Act X of Bengal 1842 রচনা করা হয়। বলা হয় যে, যে কোন শহরের দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ির মালিক সেই শহরের জঞ্জাল সাফাই, ও পথ-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাউন কমিটি গঠনের আবেদন জানালে সরকার তা অনুমোদন করতে পারে। এই কমিটির হাতে বাড়ির বার্ষিক মূল্যায়নের উর্দ্ধতন ও শতাংশ কর আদায়ের ক্ষমতা থাকবে। স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ তহবিলের নিরাপত্তা বিধান করবেন। ফৌজদারি মামলায় যেভাবে জরিমানা আদায় করা হয়, সেভাবেই ম্যাজিস্ট্রেট এই কর আদায় করবেন। প্রায় প্রতি শহরের অধিবাসী এর বিরোধিতা করেন। সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে অনেক মামলা দায়ের হয়। ফলে এই আইন বলে বাংলায় কোন পৌরসভা গঠিত হয়নি।

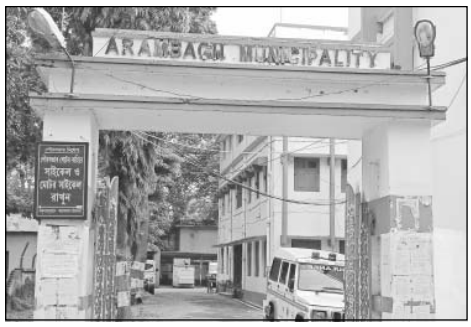


১। P. Saran : Provincial Government of the Mughals, Allahabad 1941 P. 231-257

২। F. E. Pargiter : The Bengal Municipal Act being Bengal Act III 1884. R..... 1916 PXLIII

৩। High Tinker: The Foundation of Local Self-Government in India, Provintion and Burma Cembidge 1954 P 25

৪। বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ কলকাতা ১৮১৭ পৃ: ৫৬। **ক্রমশ**

# যোজনা ডায়েরি

**(এপ্রিল ২০১৮)**

**অর্থনীতি**

যাতে কৃষিকাজে জড়িত মানুষদের উদ্যোগপতির তকমা দেওয়া যায়। মে মাসের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে পারে কমিটি। তার চেয়ারম্যান অশোক দালওয়াই জানান, রিপোর্টে তাঁরা নজর দিয়েছেন মূলত তিনটি বিষয়ে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, চাষের খরচ কমানো ও কৃষিপণ্য বিপণনকে দক্ষ করা। যাতে কৃষকরা ফসলের ভাল দাম পান। তাঁর দাবি, এ সবের সঙ্গে যোগ হয়েছে বৃষ্টি না হওয়ার ঝুঁকি সামলানোর পন্থা, সীমিত জল, জমির সমস্যা বুঝে ধারাবাহিক উন্নতি জারি রাখতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও একাধিক আয়ের উৎস খোলা ইত্যাদিও। তাদের সুপারিশের কিছু বিষয় ইতোমধ্যেই কার্যকর হচ্ছে বলে জানান তিনি।

· **আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :**

ভারতে ঋণ খেলাপ বা জালিয়াতি করে বিদেশে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে গত ২৯ এপ্রিল ফেরার আর্থিক অপরাধী বিল সংক্রান্ত অধ্যাদেশের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। এর আওতায় আসবে ২০০ কোটি টাকার বেশি জালিয়াতি বা ঋণ খেলাপের মামলা। এ দিনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ---একমাত্র এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অ্যাসিস্ট্যান্ড ডিরেক্টর বা তার উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররাই তল্লাশি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; ইডি-র বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসের স্পেশাল ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব হবে সেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দেখাশোনার; স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখাশোনার ব্যবস্থাও করবেন তিনি; সোনাদানা, গয়না, নগদ বা ঋণপত্রের মতো সম্পদ জমা দিতে হবে নিকটস্থ সরকারি ট্রেজারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা, স্টেট ব্যাঙ্ক বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যাঙ্কগুলিতে। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে পেশ করা অধ্যাদেশে আর্থিক প্রতারণার মামলায় অভিযুক্তেরা বিদেশে পালালে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কথা বলা হয়েছে। এমনকী বিদেশে থাকা সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার নিধান রয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এর ফলে পাওনা টাকার বেশিটাই ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে। ফলে চাপ বাড়াবে ফেরার ব্যক্তির উপরেও।

· **টেলিকম মাসুল পোটালের পরীক্ষামূলক রচনা :**

কোন টেলিকম সংস্থার মাসুল কত, আগামী দিনে তা জানা যাবে একটিমাত্র পোর্টাল খুললেই। গত ১৬ এপ্রিল একবারে প্রথম দফায় স্রেফ পরীক্ষামূলকভাবে এই পোর্টাল চালু করল টেলিকম নিয়ন্ত্রক ট্রাই। এখন সমস্ত টেলি সংস্থাই নিজস্ব ওয়েবসাইটে তাদের মাসুল হার দিয়ে থাকে। ফলে গ্রাহককে তা জানার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি সংস্থার সাইটে চোখ রাখতে হয়। কিন্তু এবার ট্রাই চাইছে প্রতিটি সংস্থার সব ধরনের মাসুল এক ছাতার তলায় জড়ো করতে। কারণ এর ফলে প্রথমত, গ্রাহকের পক্ষে সেগুলি দেখার পদ্ধতি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, সুবিধাজনক হবে একটির সঙ্গে আর একটির তুলনা টানা। আর তৃতীয়ত, মাসুল নির্ধারণেও আসবে স্বচ্ছতা। এ দিন এক বিবৃতিতে টেলিকম নিয়ন্ত্রকের সচিব সুনীল কুমার গুপ্ত জানান, ট্রাই আইনে স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই গ্রাহকরা যাতে বিভিন্ন সংস্থার সমস্ত এলাকার (সার্কল) মাসুল এক জায়গায় দেখতে পান, সে জন্যই এই উদ্যোগ। আপাতত যা পরীক্ষামূলকভাবে আনা হয়েছে শুধু দিল্লি সার্কলে। এই পর্যায়ে পোর্টালের 'ফিটব্যাক' অংশে গিয়ে গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে আর্জি জানিয়েছে ট্রাই। তা যাচাইয়ের পরে ভবিষ্যতে রূপ পেতে পারে পুরোদস্তুর চালুর পরিকল্পনা। পোর্টালে মাসুল হারের সব তথ্য 'ডাউনলোড' করা যাবে।

· **ভারতই গন্তব্য চিনা ফোন সংস্থার :**

ভারতকে উৎপাদন শিল্পে এগিয়ে নিতে যেতে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচি এনেছে কেন্দ্র। এই কর্মসূচির হাত ধরেই ভারতে ফোন তৈরি করে বিক্রির পথে হাঁটছে বিভিন্ন চিনা স্মার্ট ফোন সংস্থা। গত ৯ এপ্রিল শাওমি জানিয়েছে, ফক্সকনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটি ও তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমপুদুরে ৩টি স্মার্ট ফোন তৈরির কারখানা গড়েছে তারা। হাইপ্যাডের সঙ্গে জোট বেঁধে নয়ডায় যেমন আছে। সংস্থার কর্তা মনু জৈনের দাবি, সব মিলিয়ে কাজ হবে ১০ হাজার জনের। যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা। পাশাপাশি, ফক্সকনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রীপেরুমপুদুরে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরির আর একটি কারখানাও গড়েছে তারা। সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে এই পথে হাঁটার কথা ভাবছে ভিভো, ওপোর মতো চিনা সংস্থাও। এখন ভারতে দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা স্যামসাং শুধু প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরি করে।

· **ভারতে শোধনাগার ও পেট্রোকেম প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ সৌদি তেল সংস্থা আরামকো :**

তেলের বিপুল চাহিদার বাজার ভারতে যে তাদের পাখির চোখ, সে কথা আগেই স্পষ্ট করে বলেছে সৌদি অ্যারামকো। পুরোদস্তুর শাখা খুলেছে এ দেশে। এবার মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় শোধনাগার ও পেট্রোকেম প্রকল্পে ৫০ শতাংশ অংশীদারী নেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে চুক্তি সই করল তারা। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই তেল বহুজাতিকের দাবি, আগামী দিনে ভারতে আরও বিনিয়োগ করতে চায় তারা। পা রাখাতে আগ্রহী তেল বিক্রির খুচরো ব্যবসাতেও (পাম্প)। অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা কমাতে পাঁচ বছরের মধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় রাজাপুরের কাছে বাবুলওয়াড়িতে দেশের বৃহত্তম তেল শোধনাগার ও পেট্রো-রসায়ন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথা ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের অঙ্ক ২ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। শোধন ক্ষমতা দিনে ১২ লক্ষ ব্যারেল। যৌথভাবে তা তৈরি করবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। এই শোধনাগারের অর্ধেক অংশীদারি নিতে আগ্রহী সৌদি আরবের তেল সংস্থা। বাকি অর্ধেক থাকবে ভারতীয় সংস্থাগুলির হাতে। যদিও পরে নিজেদের শেয়ারের কিছুটা অন্য কোনও সংস্থাকে দেওয়ার রাস্তাও খুলে রেখেছে অ্যারামকো।

**ক্রমশ**

## সম্পাদক সমীপেষু

### সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা

সেদিনও আকাশে কত গ্রহ, তারার দেখা পেয়েছি, আজও আকাশের গায়ে গ্রহ তারাদের দেখতে পাই। সেদিনও সপ্ত সুরের সাথে স্বরধ্বনিকে রেখেই একটা গানের সৃষ্টি হত। আজও সেই সপ্ত সুরের সাথেই সরগমের মেল বদ্ধনে একটা গান তৈরি হয়। যে গান শুনে মনটা ভরে যায়। এমনই সপ্ত সুরের সাথে যিনি আলাপ করে এসেছিলেন এই ভারত ভূমিতে। তিনি সবার কাছে কিশোর কুমার নামেই পরিচয় পেয়েছিলেন। ৮ থেকে ৮০ বছরের মানুষের কাছে আজও তিনি যেন চির কিশোর কুমার হয়ে বেঁচে আছেন। শরীরটাই শুধু নেই। কণ্ঠটাকে তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। যা প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্ত আমরা শুনতে পাই। তিনি গানে গানে বলে দেন। আমি তোমাদের-ই ছিলাম এবং আজও তোমাদের পাশেই রয়েছি। আমার গানটাকে শুধু মনে রেখো তাতেই আমার আত্মা শান্তি পাবে। যা কিছু দিয়েছি সবই তোমাদের অবদান। তোমারই আমাকে গলি থেকে রাজপথে এনেছিলে। তোমাদের ভালোবাসা পেয়েই স্বপ্নের মঞ্জিলে পৌঁছতে পেরেছি। আমার গীতিকবিরা সাথে সুরকারেরা। একজন রচনা করে গেছেন, অপরজন সেই রচনায় সুরের লহরায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তারপর সেটা উপহার হিসাবে উঠে এসেছে, তার নাম গান। সেই গান শোনার পর আপনারা বলেছেন সুন্দর হয়েছে। হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে এলে অনুরোধের পর অনুরোধ রেখে গান শুনতে চেয়েছেন। সব গান হয়তো গেয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, তবুও আপনাদের কাছে যে ভালোবাসা পেয়েছি, সেটাই আমার সঙ্গীতময় জীবনে শ্রেষ্ঠ উপহার হিসাবে তুলে রেখেছি। একদিন সবাইকে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তারপর আর কেউ মনে রাখে না। সেখানে আমি সৌভাগ্যবান বলতে পারেন। ৪ঠা আগস্ট আমার জন্মদিবস পালন করে সমগ্র ভারতবর্ষ। তারও এক সপ্তাহ আগে থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

### উন্নয়ন ও সমস্যা

*চিঠি পাঠান সম্পাদকে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।*

### পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান

লিপি

আরামবাগ, লিংকরোড (ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে), হুগলি-৭১২৬০১

ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়